পঞ্চম পাঠঃ= ঈমান

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বসর আগের কথা। মুহাম্মাদ সাঃ নাবুয়্যাত পেয়ে দাওয়াত শুরু করেছেন। এই দাওয়াতে উদ্ভুদ্ধ হয়ে বহু দেব-দেবীর উপাসনা ত্যাগ করে একত্ববাদে ঈমান আনলেন যারা তাদের একজন বিলাল।

উমাইয়্যাহ মক্কার প্রভাবশালী ধনবান নেতা। বিলালের মালিক। বিলাল তার গোলাম। বিলালের ঈমানে ক্ষেপে উঠল উমাইয়্যাহ। সে বিলালকে সাবধান করল। ইসলাম ত্যাগ করতে বলল। কিন্তু বিলাল অটল। পরিস্কার জানিয়ে দিল। ইসলাম ত্যাগ করবেনা। নষ্ট করবেনা ঈমান।

বিষয়টি নিয়ে নেতারা আলোচনা করল। বলল এ-অবস্থা আর চলতে দেয়া যায়না। মুহাম্মাদের আশকারা পেয়ে গোলামরা মাথায় উঠেছে। এমন সাজা দিতে হবে যেন ভবিষ্যতে কেউ সাহস না পায়।

শুরু হল অত্যাচার। চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত করা হল বিলালকে। হাত-পা বেঁধে ফেলে দেয়া হল উত্তপ্ত বালুতে। অসহনীয় যন্ত্রনায় বিলালের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তবুও ঈমান ছাড়লনা বিলাল। নির্ভিক চিত্তে, কম্পিত কণ্ঠে ঘোষনা করল একত্ববাদের বাণী: **আহা'দ আহা'দ**।

পাথর চাঁপা দেয়া হল বিলালের বুকে। আঘাতে আঘাতে বিক্ষত শরীর, নীচে উত্তপ্ত বালি, বুকে প্রচন্ড পাথর। যেন এখনি জীবন লিলা সাঙ্গ হবে বিলালের। বিলাল ভাবল: **না..! জীবন দেব তবু ঈমান দেবনা। জীবনের চেয়ে ঈমান অনেক দামী।** আজ বা কাল জীবনত একদিন চলেই যাবে। ঈমান যদি না থাকে তবে অনন্তকাল জাহান্নামে জলতে হবে। পড়তে হবে আল্লাহর রুষানলে। পক্ষান্তরে ঈমান নিয়ে মরতে পারলে কেল্লা ফতে। সোজা জান্নাত। এমন ভাগ্য কজনের হয়! নির্ভিত বিলালের কম্পিত উচ্ছারন ভেসে এল **আহা'দ আহা'দ।**

মারতে মারতে বেইমানরা ক্লান্ত। বিরক্তি এসে গেছে তাদের। হাত-পা বেঁধে কিশোরদের সরনাপন্ন করা হল বিলালকে। বিলালের ক্ষত দেহ মক্কার পথে পথে টেনে হৈ-হুল্লুড় করতে লাগল বালকেরা। তবুও বন্ধ হয়নি বিলালের কণ্ঠ, তাওহীদের বাণী: **আহা'দ আহা'দ**।

আবু-বকর রাঃ ছুটে এলেন। বিলালকে খরিদ করার প্রস্তাব দিলেন। রাজি হলেন চড়া মূল্য পরিশোধে। উমাইয়্যাহ ভাবল: এমনিতেই মরে যাবে। বেঁচে থাকলেও থাকবে অকেজো হয়ে। এরচে অর্থ-কড়ি হাতিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সে রাজি হল। আবু-বকর রাঃ বিলালকে আজাদ করে দিলেন।

বিলালের এই ত্যাগ ও দৃঢ়তা আল্লাহ ও রাসুলের (সাঃ) খুব পছন্দ হল। আফ্রিকান দাস বিলাল হয়ে গেলেন রাসুল সাঃর অতি কাছের মানুষ। মনোণীত হলেন রাসুল সাঃর মুআয্যিন। মি'রাজ রজনীতে জান্নাতে শুনা গেল বিলালের পদ-ধ্বনি। (রাদ্বিয়াল্লাহু আ'নহু)

মনে রেখ

১. ঈমান শব্দের মূল ধাতু -আমন'' *(আভিধানিক অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা)*। ঈমান হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও নিরাপত্তার দলিল। তাই ঈমান বলা হয়।
২. রাসুল সাঃ যে বিধান ও আদর্শ নিয়ে এসেছেন এর সবকিছু হুবহু মেনে নেওয়া হল ঈমান।
৩. যার ঈমান আছে সে জান্নাতে যাবে আর যার ঈমান নেই সে জাহান্নামে যাবে, ইহাই সরল কথা।
৪. ঈমান মূলত অন্তরের কাজ। অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং কাজে বাস্তবায়ন হচ্ছে পুর্নাঙ্গ ঈমান।

৫. ঈমান আনতে হয় মূলত ৭টি বিষয়ে। যথাঃ=

** আল্লাহর প্রতিঃ- আল্লাহর আপন নাম ও গুনে মহিমান্বিত হয়ে যেমন আছেন। সাথে মেনে নিতে হবে তাঁর সকল বিধান।*

** ফিরিস্তাকুলের প্রতিঃ- ফিরিস্তা নূরের তৈরী এক সম্মানিত জাতী। তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হয়না, আদেশ লঙ্ঘন করেনা। তাদের খাদ্য বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়না। তারা নর নয়, নারীও নয়। যাবতীয় পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে তারা পুত ও পবিত্র।*

** কিতাব সমূহের প্রতিঃ- আল্লাহ ২ধরনের কিতাব নাযিল করেছেন। সাহীফাহ (পুস্তিকা) ও কিতাব (গ্রন্থ)। কিতাব মূল ৪টি। তাওরাত, যাবুর, ইন্জিল ও কুর্আন। কুর্আন সর্বশেষ ও চুড়ান্ত গ্রন্থ। মানুষ অন্য সব কিতাবকে বিক্রিত করে ফেললেও কুর্আনকে পারবেনা। কিতাব নাযিলের মূল উদ্দেশ্য মানুষ তার জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রে যেন এর বাস্তবায়ন করে।*

** রাসুলগণের প্রতিঃ- আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসুল পাঠিয়েছেন। রাসুলকে নতুন বিধান (শারীআ'হ) দেয়া হয়। আর নাবীগণ রাসুলের শারীআ'হ মেনে চলেন। সকল রাসুলই আল্লাহর গোলাম ছিলেন। সর্বশেষ রাসুল হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাঃ। নাবী-রাসুলগণ সর্বদা আল্লাহর তত্বাবধানে ছিলেন। সবাই ছিলেন পাপ-মুক্ত। তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করেছেন। জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রে রাসুল সাঃকে অনুসরন করা: আল্লাহর আদেশ।*

** শেষ বিচারের দিনের প্রতিঃ- এই মহা-বিশ্ব একদিন শেষ হয়ে যাবে। সবাইকে নিজ জীবনের যাবতীয় কাজ কর্ম ও আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে হবে আল্লাহর সামনে। বিচারের পর রয়েছে জান্নাতের সুখ বা জাহান্নামের সাজা।*

** তাক্বদীরের প্রতিঃ- মানুষ সৃষ্টির অনেক আগেই আল্লাহ তার তাক্বদীর ধার্য করে রেখেন। তাই ভাল-মন্দ যা হয় সব আল্লাহ থেকেই হয়। তবে তাক্বদীর সম্পর্কে সম্পুর্নরূপে অনুধাবন করার মত যথেষ্ট জ্ঞান মানুষকে দেয়া হয়নি। আল্লাহর সষ্টি রহস্য সমূহের অন্যতম রহস্য হচ্ছে তাক্বদীর।*

** পুনরোত্থানেঃ- একদিন কিয়ামত হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু। তার পর হবে পুনরোত্থান। আল্লাহ সবাইকে উঠাবেন। হিসাব নিবেন, বিচার করবেন।*

৬. যে ঈমান আনে তাকে মুঅ্মিন বলা হয়। একত্ববাদকে বলা হয় তাওহীদ। মুঅ্মিনের বিপরীত শব্দ মুশ্রিক।

৭. আল্লাহর জাতি-সত্বায় বা গুনে শির্ক্ করা। আল্লাহর বিধানকে পূর্ন বা আংশিক অমান্য করা। আল্লাহর বাতানো হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা। আল্লাহর কোন বিধানকে তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করা ইত্যাদি ঈমান বিনষ্ট কারী কাজ। এর যে কোন একটি করলে মানুষ আর মুঅ্মিন থাকেনা।

অনুশীলনী

১. উমাইয়্যাহ কে ছিল? সে বিলালের উপর কেন ক্ষেপে উঠেছিল?। ২. বিলালকে কি অত্যাচার করা হয়েছিল এবং কেন? ৩. বিলালের মুখ থেকে বারবার কোন শব্দটি উচ্ছারিত হচ্ছিল? ৪. **জীবনের চেয়ে ঈমান অনেক দামী:** কথাটি বুঝিয়ে বল। ৫. আবু-বকর রাঃ বিলালকে কি ভাবে সাহায্য করলেন? ৬. বিলাল পরে কি হয়েছিলেন? ৭. ঈমান শব্দের অর্থ ও নাম করনের কারন উল্লেখ কর। ৮. ঈমানের সংজ্ঞা বর্ননা কর। ৯. পুর্নাঙ্গ ঈমান কি? বুঝিয়ে বল। ১০. যে ৭টি বিষয়ে ঈমান আনতে হয় তা লিখ। ১১. যে ঈমান আনে তাকে কি বলা হয়? ১২. ঈমান বিনষ্টকারী ৩টি বিষয় লিখ।

শুণ্য-স্থান পুরন কর

১. বিলালের উপর ..... উঠল উমাইয়্যাহ। ২. বিলাল পরিস্কার জানিয়ে দিলেন ..... ত্যাগ করবেননা। ৩. আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করা হল .....কে। ৪. .....র হাত-পা বেধে ফেলে দেয়া হল বালুতে। ৫. তবুও ..... ছাড়লনা বিলাল। ৫. নির্ভিক চিত্তে, কম্পিত কণ্ঠে ঘোষনা করল একত্ববাদের বাণী: ....। ৬. বিলাল ভাবল: না..! জীবন দেব তবু ..... দেবনা। জীবনের চেয়ে ..... অনেক দামী। ৭. ঈমান যদি না থাকে

তবে অনন্তকাল ..... জলতে হবে। ৮. হাত-পা বেধে কিশোরদের সরনাপন্ন করা হল .....কে। ৯. বিলালের ক্ষত-দেহ মক্কার পথে পথে টেনে টেনে ..... করতে লাগল বালকেরা। ১০. আবু-বকর রাঃ বিলালকে ..... করে দিলেন। ১১. বিলালের এই ..... ও ..... আল্লাহ ও রাসুলের সাঃ খুব পছন্দ হল। ১২. বিলাল হয়ে গেলেন রাসুল সাঃর খুব ..... মানুষ, মনোণীত হলেন .....। ১৩. মি'রাজ রজনীতে জান্নাতে শুনা গেল বিলালের .....। ১৪. ..... হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও নিরাপত্তার দলীল। ১৫. রাসুল সাঃ যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন: এর সবকিছু হুবহু মেনে নেওয়া হল .....। ১৬. অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও কাজে বাস্তবায়ন হচ্ছে পুর্নাঙ্গ .....। ১৭. যে ঈমান আনে তাকে ..... বলা হয়। ১৮. একত্ববাদকে বলা হয় .....।

সত্য মিথ্যা নির্নয় কর

১. উমাইয়্যাহ ছিল মক্কার প্রভাব শালী ধনবান নেতা। ২. বিলাল ছিল উমাইয়্যাহর গোলাম। ৩. বিলাল ইসলাম গ্রহন করেছে শুনে উমাইয়্যাহ খুব খুশী হল। ৪. বিলাল পরিস্কার জানিয়ে দিল: ইসলাম ত্যাগ করবেনা। ৫. মারতে মারতে রক্তাক্ত করে বিলালের অসাঢ় দেহ উত্তপ্ত বালুতে ফেলে বুকে পাথর চাঁপা দিল মক্কার নেতারা। ৬. সহ্য করতে না পেরে বিলাল ভাবল জান বাচানো ফরজ। তাই সে ইসলাম ত্যাগ করল। ৭. বিলাল নির্ভিক চিত্তে, কম্পিত কণ্ঠে ঘোষনা করল একত্ববাদের বাণী: আহা'দ আহা'দ। ৮. আবু-বকর রাঃ বিলালকে কিনে নিয়ে গোলাম বানিয়ে রাখলেন। ৯. বিলালের এই ত্যাগ ও দৃঢ়তা আল্লাহ ও রাসুল সাঃর খুব পছন্দ হল। ১০. রাসুল সাঃ কর্তৃক আনিত আদর্শের এক-দুটি বিষয় না মানলেও মানুষ ঈমানদার থাকে।

এপাঠ পড়ে যা শিখলাম

১. মক্কার নেতারা মুসলমানদের উপর অন্যায় অত্যাচার করেছে।
২. বিলাল ছিলেন উমাইয়্যাহর গোলাম।
৩. মক্কার এক ধনবান নেতা ছিল উমাইয়্যাহ।
৪. গোলামদের ইসলাম গ্রহনে নেতারা ক্ষেপে উঠেছিল।
৫. শত অত্যাচার সত্বেও বিলাল রাঃ আপন ঈমানে অবিচল ছিলেন।
৬. আবু-বকর রাঃ বিলালকে খরিদ করে আজাদ করে দিলেন।
৭. বিলালের ত্যাগ ও দৃঢ়তা আল্লাহ ও রাসুলের সাঃ খুব পছন্দ হল।
৮. বিলাল হয়ে উঠলেন রাসুল সাঃর কাছের মানুষ।
৯। বিলাল রাঃ রাসুল সাঃর মুয়ায্যিন মনোণীত হয়েছিলেন।
১০. মি'রাজ রজনীতে রাসুল সাঃ জান্নাতে বিলালের পদ-ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন।
১১. ঈমান অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা।
১২. দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও নিরাপত্তার দলীল বিধায় ঈমানকে ঈমান বলা হয়। ১
৩. রাসুল সাঃ যে বিধান ও আদর্শ নিয়ে এসেছেন এর সবকিছু হুবহু মেনে নেয়াকে ঈমান বলে।
১৪. ঈমান আনতে হবে ৭টি বিষয়ে।
১৫. যে ঈমান আনে তাকে মুঅ্মিন বলা হয়।
১৬. মুঅ্মিনের বিপরিত শব্দ মুশ্রিক।
১৭. আল্লাহর একত্ববাদকে বলা হয় তাওহীদ।
১৮. ঈমান বিনষ্ট কারী বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম হলঃ (ক) আল্লাহর জাতি সত্বায় বা সিফাতে শির্ক্ করা। (খ) আল্লাহর বাতানো হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা। (গ)আল্লাহর দেয়া কোন বিধানকে তুচ্ছ করা।